দৈনিক খবর

তারিখ 05 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

প্রসঙ্গঃ শিক্ষা বোর্ডের সনদপত্র

পাকিস্তান আমলে ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মহলের তুমুল আন্দোলন ও বিক্ষোভের মুখে অতিষ্ঠ হয়ে তখনকার সরকার ১৯৬২ সালে ৪টি শিক্ষা বোর্ড এ দেশে প্রতিষ্ঠা করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী করে প্রণয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে মানোন্নয়নের মত পবিত্র দায়িত্ব ঐ শিক্ষা বোর্ডগুলোর উপর অর্পিত হলেও কালের ব্যবধানে শিক্ষা বোর্ডগুলো ঐসব পবিত্র দায়িত্ব এড়িয়ে দুর্নীতি ও দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়। বর্তমান শিক্ষা বোর্ডগুলোর মানদন্ড হলো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, সনদপত্রের জালিয়াতিসহ সেলামীর বিনিময়ে সাময়িক সনদপত্র ইস্যু ও বিতরণ ইত্যাদিকরা।

১৯৭৬ সালের পর হতে শিক্ষা বোর্ডগুলো পরীক্ষা পাসের ৩/৪ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ও কলেজে মূল সনদ পত্রগুলো বিতরণের জন্য প্রেরণ না করে নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে "সাময়িক সনদপত্র" ইস্যু ও বিতরণের অনিয়মিত নিয়ম চালু করে। উক্ত নিয়মে কেউ ডাকযোগে পে-অর্ডার/ ব্যাংকড্রাফট পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার "সাময়িক সনদপত্র" ঐসব শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ও কথ দিবসের মধ্যে পান না বরং মাসের পর মাস কেটে গেলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষের চৈতন্য হয় না। নিরুপায় হয়ে আবেদনকারী বা অভিভাবকদের অর্থকড়ি খরচ করে ঐসব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সরাসরি ধরনা দিতে হয়। পুনরায় নতুনভাবে পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট দাখিল পূর্বক তাৎক্ষণিক মোটা অংকের সেলামীর বিনিময়ে প্রার্থিত 'সাময়িক সনদপত্র" সংগ্রহ করে নিতে হয় এই দুষ্কর্মজনিত রেওয়াজ বিদ্যমান থাকায় পূর্বের দাখিলকৃত পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফেরত না দিয়ে নানাবিধ অজুহাত জনিত কর্মের খরচ দেখিয়ে উক্ত অর্থ উদরস্থ করেন।

কথা হলো যদি অর্থের (সেলামীসহ) বিনিময়ে তাৎক্ষণিক সাময়িক সনদপত্র ইস্যু ও বিতরণ করা যায় তবে কেন 'মূল সনদপত্র' বছরের পর বছর বা যুগের পর যুগ ধরে তা ইস্যু ও বিতরণ করার জন্য ফেলে রাখা হয়। এই ফাঁদজনিত অনিয়ম চালু থাকায় অংকুরেই শিক্ষা বোর্ডগুলো নিষ্পাপ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ঘুষ বা সেলামী দেয়া-নেয়ার তালিম দিচ্ছে। এই অপকর্মের দরুন ১৯৮৯ সাল হতে ১৯৯২ইং সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪ বছরের প্রায় ২৪ লাখ মূল সনদপত্র ইস্যু ও বিতরণের অপেক্ষায় জ্যাম হয়ে আছে। এই ২৪ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর "স্কুল সনদপত্র" জ্যামের কারণে তাঁরা বিভিন্ন পেশা ও চাকরির ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা ও হয়রানিসহ প্রতারণার সম্মুখীন হচ্ছে। তদুপরি এই ক্ষেত্রে জাতীয় পত্রিকাগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন বলে অনেক বিজ্ঞমহল অভিমত ব্যক্ত করেন।

অতএব, উল্লিখিত অনিয়ম ও অসংগতিসহ সমস্যাগুলো নিরসন করার লক্ষ্যে বিশেষ আইন প্রণয়নের জন্য সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দসহ সদাশয় সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট আবেদনজানাচ্ছি।

সামসুদ্দিন
পলোগ্রাউন্ড রেলওয়ে কলোনী
চট্টগ্রাম।